দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ... 14 JUN 2007
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে বড় ধরনের পরিবর্তন ২০০৯ সাল থেকে

এমসিকিউ ও লিখিত উভয় বিষয়ে ব্যাপক সংস্কার

মোশতাক আহমেদ ॥ এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে বড় ধরনের পরিবর্তন আসছে। এমসিকিউ এবং লিখিত উভয় বিষয়ের প্রশ্নপত্রে ব্যাপক সংস্কার করে নতুন প্রশ্নপত্র অনুযায়ী আগামী ২০০৯ সাল থেকে এসএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে এবং ধারবাহিকভাবে এই পদ্ধতি চলতে থাকবে। এসএসসির মতো বিদ্যালয়ের শিখন-শেখানো কার্যক্রম ও অভ্যন্তরীণ পরীক্ষাতেও এই পরীক্ষা সংস্কার বাস্তবায়ন করতে হবে। তবে বাংলা ও ইংরেজীসহ কিছু বিষয়ের প্রশ্নপত্র আগের মতোই হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এই সিদ্ধান্ত নিয়ে পরিবর্তিত প্রশ্নপত্র কেমন হবে সে বিষয়ে প্রজ্ঞাপনও জারি করে (১১- পৃষ্ঠা ৪-এর কঃ দেখুন)

এসএসসি পরীক্ষায় (প্রথম পাতার পর)

ফেলেছে। ইতোমধ্যে এসব সিদ্ধান্ত শিক্ষা বোর্ডগুলোতে পাঠিয়ে দিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

একমুখী শিক্ষা কার্যক্রম স্থগিত রেখে নতুন পদ্ধতিতে কাঠামোগত প্রশ্নের মাধ্যমে বিভিন্ন সংস্কার আনা হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী নতুন নিয়মে প্রচলিত পদ্ধতির ৫০ নম্বরের বিষয়বস্তু সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন, ব্যাখ্যা ও রচনামূলক প্রশ্নের পরিবর্তে ৬০ নম্বরের কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন ব্যবহার করা হবে। বিদ্যমান শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চিন্তন দক্ষতার বিভিন্ন স্তর অনুযায়ী কয়েকটি অংশ নিয়ে প্রতিটি কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন গঠিত হবে। তবে পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, উচ্চতর গণিত, কৃষি শিক্ষা, গার্হস্থ্য অর্থনীতি এবং কম্পিউটার শিক্ষা বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে ৪০ শতাংশ নম্বরের কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন ব্যবহার করা হবে।

কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নে যে সকল বিষয়ে ৬০ নম্বর নির্ধারিত সে সকল বিষয়ের পরীক্ষায় নয়টি প্রশ্ন থাকবে এবং সেখান থেকে ছয়টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। আর যে সকল বিষয়ের কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের জন্য ৪০ নম্বর নির্ধারিত সে সকল বিষয়ের পরীক্ষায় ছয়টি প্রশ্ন থাকবে এবং সেখান থেকে চারটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। বহুনির্বাচনী প্রশ্নের (এমসিকিউ) জন্য বর্তমানে নির্ধারিত ৫০ নম্বরের পরিবর্তে ৪০ শতাংশ নম্বর নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান ও উচ্চতর গণিতে ৩৫ নম্বর, কম্পিউটার শিক্ষায় ৩০ শতাংশ নম্বর এবং কৃষি শিক্ষা ও গার্হস্থ্য অর্থনীতি বিষয়ে ২৫ শতাংশ নম্বর এমসিকিউ প্রশ্নের জন্য নির্ধারিত হবে। প্রতিটি এমসিকিউ প্রশ্নের জন্য এক মিনিট সময় বরাদ্দ থাকবে। এই হিসেবে এমসিকিউ প্রশ্নপত্রের সময় বাদ দিয়ে অবশিষ্ট সময় কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের জন্য বরাদ্দ থাকবে।

প্রশ্ন প্রণেতাদের বিদ্যমান শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিষয়বস্তু বিবেচনায় এনে চিন্তন দক্ষতার বিভিন্ন স্তর অনুযায়ী বহুমুখী প্রশ্ন তৈরি করতে হবে। এ জন্য বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত নির্দেশক ছক অনুসরণ করতে হবে।

উত্তরপত্র মূল্যায়ন সঠিক ও নির্ভরযোগ্য করার জন্য প্রশ্ন প্রণেতাগণ প্রশ্নপত্রের সঙ্গে নমুনা উত্তর ও নম্বর প্রদান নির্দেশিকা বোর্ড কর্তৃপক্ষকে সরবরাহ করবেন।

পরীক্ষকরা উত্তরপত্র মূল্যায়নকালে প্রধান পরীক্ষক কর্তৃক সরবরাহ নমুনা উত্তর ও নম্বর প্রদান নির্দেশিকা অনুসরণ করবেন। উত্তরপত্র প্রকৃত মূল্যায়ন পূর্বে প্রধান পরীক্ষকদের তত্ত্বাবধানে পরীক্ষকগণ উত্তরপত্রে নমুনা নম্বর প্রদান অনুশীলনের মাধ্যমে প্রকৃত নম্বর প্রদানকে নির্ভরযোগ্য করবেন। এই পরীক্ষা সংস্কার আগামী ২০০৯ সালে অনুষ্ঠিতব্য এসএসসি পরীক্ষা থেকে কার্যকর হবে। বিদ্যালয়ের শিখন-শেখানো কার্যক্রম ও অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় এই পরীক্ষা সংস্কার বাস্তবায়ন করতে হবে। তবে ইংরেজী প্রথম ও দ্বিতীয়, বাংলা প্রথম ও দ্বিতীয়, সহজ বাংলা, বাংলা ভাষা ও বাংলাদেশের সংস্কৃতি, কর্মমুখী শিক্ষা, বেসিক ট্রেড, আরবী/সংস্কৃতি/ পালি, সঙ্গীত, শারীরিক শিক্ষা ও ক্রীড়া, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য এবং চারু ও কারুকলা বিষয়সমূহের নম্বর বণ্টন প্রশ্নের বর্তমান প্রচলিত পদ্ধতির কোন পরিবর্তন হবে না। ফলাফল তৈরির ক্ষেত্রে গ্রেড ও জিপিএ নির্ধারণে বর্তমান নিয়মই বহাল থাকবে।

কয়েকদিন আগে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব মোঃ নজরুল ইসলাম খান স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে এই বিশাল সংস্কারের বিষয় উল্লেখ করে বলা হয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডসমূহকে প্রশ্নপত্র তৈরি প্রণেতা, মডারেটর, পরীক্ষক ও প্রধান পরীক্ষকদের প্রশিক্ষণসহ প্রয়োজনীয় অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রকল্প পরিচালক, টিচিং কোয়ালিটি ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (টিকিউআই)-এর সঙ্গে প্রকল্প পরিচালক, সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট সমন্বয় সাধনের শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের পাঠ্যসূচীতে পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কার প্রতিফলন ঘটবে। সূত্রমতে ইতোমধ্যে এই সংস্কারের বিষয় বিভিন্ন বোর্ডগুলোতে পাঠিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

আন্তঃশিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ইউসুফ আবদুল্লাহ সংস্কারের এসব বিষয় উল্লেখ করে বলেন, শিক্ষায় এই সংস্কার ইতিবাচক ফল বয়ে আনবে।

এদিকে প্রশ্নপদ্ধতি যেমন বদলে যাচ্ছে, তেমনি ২০১০ সাল থেকে প্রতিবছর এসএসসি পরীক্ষা শুরু হবে ১ ফেব্রুয়ারি থেকে। পরীক্ষার ফলপ্রকাশ হবে পরীক্ষা শেষ হওয়ার ষাট দিনের মধ্যে।